১. ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী ?

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বৈশিষ্ট্যগুলি হল- ক) প্রাচীনতা, খ) ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি, গ) অধিবিদ্যক ভিত্তি, ঘ) নিরপেক্ষতা ইত্যাদি।

২. ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী?

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অধিবিদ্যক ভিত্তিভূমি।

৩. ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য কি?

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি।

৪. ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের মৌলিক বিশ্বাস কি?

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের মৌলিক বিশ্বাস হল যে সমগ্র বিশ্বজগৎ এক অমোঘ নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় পরিচালিত হয়।

৫.ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী কর্ম দুইপ্রকার- ১) সকাম কর্ম ও ২) নিষ্কাম কর্ম।

৬. গীতার মূল লক্ষ্য কি ?

গীতার মূল লক্ষ্য হল জীবকে জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা হল জীবন্মুক্ত অবস্থা। সুতরাং ফলের আশা না করে জীব কর্ম করলে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় পৌঁছাবে আর তার ফলেই জীবন্মুক্ত হতে পারবে।

৭. ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ কি ধরণের মতবাদ ?

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ এক প্রকার নৈতিক কার্য-কারণবাদ। বাহ্য জগতের কার্য-কারণ নিয়মকে নৈতিক জগতে প্রয়োগ করে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে তাকে কর্ম নিয়ম বা কর্মনীতি বলা হয়েছে।

৮. কর্মবাদের মূল বক্তব্য কি?

আমাদের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা রয়েছে এগুলি আমাদের ভোগ করতেই হবে, কেননা এগুলি আমাদের কর্মের ফল। কর্ম করলেই ফল উৎপন্ন হবে আর সেই ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে আর এই ভোগের জন্যই আমাদের বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এক জীবনের কর্ম ফল যদি সেই জীবনে শেষ না হয় তাহলে পরের জন্মেও ভোগ করতে হয় যতক্ষণ না তা শেষ হচ্ছে।

৯. 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ কী?

ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন প্রত্যয় যোগ করে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। ধর্ম কে অমোঘ নৈতিক নিয়মও বলা হয়েছে। এজন্য ঋতকে ও ধর্ম বলা হয়।

১০. সাধারণ ধর্মের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দাও।

সাধারণ ধর্ম হল সব মানুষের নিঃশর্ত কর্তব্যকর্ম। বর্ণ ও আশ্রম ভেদে সকল ব্যক্তি এই কর্মগুলি সম্পাদন করে। ধৈর্য, ক্ষমা, দম, চৌর্যাভাব, শুচিতা, জ্ঞান, বিদ্যা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ প্রভৃতি হল সাধারণ ধর্ম।

১১. 'পুরুষার্থ' শব্দের অর্থ কী ?

যা পুরুষের কাম্য তাই হল পুরুষার্থ।

১২. ভারতীয় দর্শনে কয়টি পুরুষার্থ স্বীকার করা হয় এবং কি কি?

ভারতীয় দর্শনে চারটি পুরুষার্থ স্বীকার করা হয়- ক) ধর্ম, খ) অর্থ, গ) কাম ও ঘ) মোক্ষ।

১৩. আশ্রম কাকে বলে? আশ্রম কয় প্রকার ও কী কী?

জীবনের এক একটি অধ্যায়কে বলা হয় আশ্রম। ভারতীয় দর্শনে মানুষের জীবনে চারটি অধ্যায় বা আশ্রম স্বীকার করা হয়েছে, সেগুলি হল ১) ব্রহ্মক্ষচর্য, ২) গার্হস্থ্য, ৩) বাণপ্রস্থ ও ৪) সন্ন্যাস।

১৪. ব্রহ্মবিহার ভাবনা কয়টি ও কী কী ?

ব্রহ্মবিহার ভাবনা হল চারটি, যথাক্রমে-(১) মৈত্রী (২) করুণা, (৩) মুদিতা ও (৪) উপেক্ষা।

১৫. জৈন মতে ত্রিরত্ন কী ?

জৈন দর্শনে বলা হয় সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যকচারিত্র হল মানবজীবনের তিনটি বহুমূল্য রত্নস্বরূপ। এই তিনটিকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়।

১৬. যোগ মতে বিবেকখ্যাতি কি ?

যোগ মতে, যোগের মূল উদ্দেশ্য হল বিবেকখ্যাতি অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া। নিষ্ঠা • সহকারে যোগ অনুশীলন করলে চিত্তের কদর্যতা বা মলিনতা দূর হয়ে চিত্তে জ্ঞানের আলোর বৃদ্ধি ঘটে। যখন চিত্ত চরমতম আলোময় অবস্থায় পৌঁছায়, তখন চিত্তের সেই অবস্থাকে বলা হয় বিবেকখ্যাতি।